২০০ আসনে আওয়ামী লীগের
মনোনয়ন পাচ্ছেন যারা

জামায়াতের টার্গেট ৭০ আসন

msm‡`i cavb we‡ivax `j AvIqvgx jxM AvMvgx 2007 mv‡ji RvZxq wbevPb‡K wN‡i cv_x Povš Kivi cwµqv ïi“ K‡i‡Q| wewfb mÎ t_‡K cvß Z‡_¨ cKvk, G chš 200 Avm‡b AvIqvgx jxM Zv‡`i cv_x cv_wgKfv‡e wVK K‡i‡Q| ewK 100 Avm‡b cv_x g‡bvbqb wbfi Ki‡e wbevPbx †Rv‡Ui cwiwai Ici| GgbwK gnv‡RvU n‡j 100 Avmb †RvUf³ Ab¨vb¨ `j‡K †Q‡o t`qv n‡Z cv‡i... *রিপোর্ট করেছেন* **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

সরকার বিরোধী আন্দোলনে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ ক্রমেই ধূসর পথ পাড়ি দিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ এখন যা করতে যাচ্ছে তা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাবার পথে নানা ছক কষে যাচ্ছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ প্রাথমিকভাবে ২০০ আসনে নিজেদের দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করছে। বাকি ১০০ আসন শরিক দলের মধ্যে ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে বলে দলীয় wek¯ সূত্র জানিয়েছে।

আওয়ামী লীগ '৯১, '৯৬ ও ২০০১-এর নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের নানা ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করেছে। ৩০০ আসনেই নানাভাবে জরিপ চালিয়েছে। প্রার্থীদের অবস্থান চূড়ান্ত করার জন্য জনপ্রিয়তা অনুসারে এক, দুই, তিন নম্বর প্রার্থী হিসেবে ছক প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় প্রার্থীদের সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা দলীয় সভানেত্রী নিজেই মনিটরিং করছেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। নির্বাচনকে রাজনৈতিক অস্তিত্বের যুদ্ধ বলে বিবেচনা করছে। আওয়ামী লীগ মনে করছে অস্তিত্বের এ লড়াইয়ে তাদের বিজয়ী হবার কোনো বিকল্প নেই। এ নির্বাচনে পরাজিত হবার অর্থ বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চিন্তাচেতনা ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়া। এ নির্বাচনে পরাজিত হলে দেশে উগ্র জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা পাবে। বিষয়টি মাথায় রেখেই আওয়ামী লীগ মহাজোট গঠনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচন সময়ের প্রাক্কলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর নিকটাত্মীয় এবং দলের সিনিয়র নেতারা মনোনয়ন বেচাকেনার যে প্রক্রিয়া এতদিন চালিয়ে এসেছেন এবার তা বন্ধ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন এবার দলীয় সভানেত্রী সরাসরি নিজে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

মনোনয়ন দেবার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হিসেবে যে জিনিসগুলো বিশেষ বিবেচনা করা হচ্ছে তাহলো-

১. ২০০১ সালের পরে আন্দোলনে মাঠে

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে। নির্বাচনকে রাজনৈতিক অস্তিত্বের যুদ্ধ বলে বিবেচনা করছে। আওয়ামী লীগ মনে করছে অস্তিত্বের এ লড়াইয়ে তাদের বিজয়ী হবার কোনো বিকল্প নেই

কারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

২. যাঁদের পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট ও নেতৃত্বের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য রয়েছে।

৩. নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু।

৪. প্রার্থী সকল প্রকার গ্রুপিং-লবিংয়ের উর্ধ্বে কি না।

৫. তারুণ্যের প্রতিনিধিত্ব করছে কি না।

৬. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে কি না।

৭. আওয়ামী লীগের ঘাঁটি বলে বিবেচিত এলাকায় নিজেদের প্রার্থীর অবস্থান নিশ্চিত করা। বিএনপির ঘাঁটি বলে পরিচিত এলাকায় শক্তিশালী প্রার্থী দিয়ে আসন পূর্ণ দখল করা।

৮. নির্বাচনী এলাকায় ২০০১ সালের পরে যাদের যাতায়াত নাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলে নির্বাচনী এলাকায় যাবে। এ জাতীয় প্রার্থী পরিহার করা।

৯. আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা যারা c‡e ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন

আওয়ামী লীগ মনোনীত সম্ভাব্য প্রার্থীগণ

১) পঞ্চগড়-১	মো: নুরুল ইসলাম / মোজাহার হোসেন
২) পঞ্চগড়-২	নুরুল ইসলাম সুজন
৩) ঠাকুরগাঁও-১	রমেশ চন্দ্র সেন
৪) ঠাকুরগাঁও-২	দবিরুল ইসলাম
৭) দিনাজপুর-২	সতীশ চন্দ্র রায়
৮) দিনাজপুর-৩	এম ইকবালুর রহিম
৯) দিনাজপুর-৪	মিজানুর রহমান মানু
১০) দিনাজপুর-৫	মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার
১১) দিনাজপুর-৬	মোস্তাফিজুর রহমান ফিজু
১২) নীলফামারী-১	ড: হামিদা বানু শোভা
১৩) নীলফামারী-২	আসাদুজ্জামান নুর
১৬) লালমনির হাট-১	মোতাহার হোসেন
১৮) লালমনির হাট-৩	ইঞ্জি: আবু সাইদ দুলাল
১৯) রংপুর-১	শরফুদ্দীন আহমেদ ঝন্টু
২০) রংপুর-২	আনিসুল হক চৌধুরী
২৩) রংপুর-৫	এইচ এন আশিকুর রহমান
২৫) কুড়িগ্রাম-১	গোলাম মোস্তফা
২৬) কুড়িগ্রাম-২	মেজর জেনারেল (অব:) আসমা আমিন
৩০) গাইবান্ধা-২	লুৎফুর রহমান
৩৩) গাইবান্ধা-৫	এ্যাডঃ ফজলে রাব্বী
৩৪) জয়পুরহাট-১	আব্বাস আলী মন্ডল
৩৫) জয়পুরহাট-২	জালালুর রহমান
৩৬) বগুড়া-১	এম এ মান্নান
৩৭) বগুড়া-২	মাহমুদুর রহমান মান্না
৩৯) বগুড়া-৪	মো: শহিদুল আলম
৪০) বগুড়া-৫	ফেরদৌস জামান মুকুল
৪৩) নওয়াবগঞ্জ-১	মো: এনামুল হক /মোঃ নুরুল ইসলাম
৪৪) নওয়াবগঞ্জ-২	মো: জিয়াউর রহমান
৪৬) নওগাঁ-১	সাধন মজুমদার
৪৭) নওগাঁ-২	প্রকৌ : আক্তারুল আলম / শহীদুজ্জামান সরকার
৪৮) নওগাঁ-৩	আক্রাম হোসেন চৌধুরী
৫০) নওগাঁ-৫	আব্দুল জলিল
৫১) নওগাঁ-৬	মো: ইসরাফিল আলম
৫২) রাজশাহী-১	ওমর ফারুক চৌধুরী
৫৪) রাজশাহী-৩	সরদার আমজাদ হোসেন
৫৫) রাজশাহী-৪	তাজুল ইসলাম মোহাম্মদ ফারুক
৫৮) নাটোর-২	হানিফ আলী শেখ
৬০) নাটোর-৪	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
৬১) সিরাজগঞ্জ-১	মোঃ নাসিম
৬৪) সিরাজগঞ্জ-৪	আব্দুল লতিফ মির্জা
৬৫) সিরাজগঞ্জ-৫	আব্দুল লতিফ বিশ্বাস
৬৮) পাবনা-১	অধ্যাপক আবু সাইয়িদ
৭০) পাবনা-৩	মকবুল হোসেন
৭১) পাবনা-৪	শামসুর রহমান শরিফ
৭২) পাবনা-৫	ওয়াজি উদ্দিন খান
৭৪) মেহেরপুর-২	মকবুল হোসেন
৭৫) কুষ্টিয়া-১	আফাজ উদ্দিন / মো: রবিউল ইসলাম
৭৯) চুয়াডাঙ্গা-১	সোলায়মান জোয়ার দার
৮০) চুয়াডাঙ্গা-২	মির্জা সুলতান রাজা
৮১) ঝিনাইদাহ-১	মোঃ আব্দুল হাই
৮২) ঝিনাইদাহ-২	নূর-ই-আলম সিদ্দিকী / শফিকুল ইসলাম অপু

নির্বাচন সময়ের প্রাক্কলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর নিকটাত্মীয় এবং দলের সিনিয়র নেতারা মনোনয়ন বেচাকেনার যে প্রক্রিয়া চালিয়ে এসেছেন এবার তা বন্ধ করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের মনোনয়ন এবার দলীয় সভানেত্রী সরাসরি নিজে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন

তাদের একটি আসনে প্রার্থী করা। আওয়ামী লীগের আগামী নির্বাচন ঘিরে যে কর্ম প্রক্রিয়া চলছে তার অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে সাবেক সেনা কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা, আমলা, এনজিও, সাংবাদিক, দলীয় নিজস্ব লোক দিয়ে বিভিন্ন এলাকা জরিপ চালানো হয়েছে। এ সব জরিপের ফলাফল অনুযায়ী প্রার্থীদের অবস্থান সুনিশ্চিত করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল দলীয় সভানেত্রী নিজেই মনিটরিং করছেন। ২০০ আসনের প্রার্থী দেয়ার বিষয়টি তিনি বিবেচনা করছেন। মহাজোটের কথা মাথায় রেখে ১০০ আসন বাদ দিয়ে ২০০ আসনের প্রাথমিক চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তবে দল ও জোটের প্রয়োজনে এই তালিকা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হতে পারে। আওয়ামী লীগের বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে, দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যারা কর্মকান্ড পরিচালনা করবে বা বিদ্রোহী প্রার্থী হবেন তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। সে ক্ষেত্রে দলীয় সভানেত্রীর ক্ষমতাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

জামায়াতের টার্গেট ৭০টি আসন

চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামী আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটের প্রধান শরিক বিএনপির কাছে ৭০টি আসন দাবি করেছে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে নির্বাচনী এলাকা জরিপ করে নিজেদের অবস্থান সুসংহত প্রমাণ করেই বিএনপির কাছে আসনগুলোর তালিকা দিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী যে ৭০টি আসন দাবি করেছে তার মধ্যে ৩০টি আসনে বিএনপির মন্ত্রী, প্রভাবশালী সংসদ সদস্য, কেন্দ্রীয় নেতারা রয়েছেন। আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে বিএনপি-জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে টানাপড়েন চলছে। বিষয়টি ঘিরে জোটের অপর দুই শরিকের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বিএনপির শীতল সম্পর্ক বিরাজ করছে।

৮৩) ঝিনাইদাহ-৩	সাজ্জাতুজ জুম্মাহ
৮৫) যশোহর-১	শেখ আফিল উদ্দিন
৮৬) যশোহর-২	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
৮৮) যশোহর-৪	শাহ হাদিউজ্জামান
৮৯) যশোহর-৫	খান টিপু সুলতান
৯০) যশোহর-৬	এ.এস.এইচ.কে সাদেক
৯১) মাগুরা-১	রায় রমেশ চন্দ্র / ডাঃ এম এস আকবর
৯২) মাগুরা-২	সাইফুজ্জামান শেখর / এ্যাড বিরেন সিকদার
৯৫) বাগেরহাট-১	শেখ হেলাল উদ্দিন
৯৬) বাগেরহাট-২	আব্দুর রহিম খান
৯৭) বাগেরহাট-৩	তালুকদার আঃ খালেক
৯৮) বাগেরহাট-৪	ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন
৯৯) খুলনা-১	পঞ্চানন বিশ্বাস
১০১) খুলনা-৩	কাজী সেকেন্দার আলী
১০২) খুলনা-৪	মোস্তফা রশিদী সুজা
১০৩) খুলনা-৫	নারায়ণ চন্দ্র
১০৪) খুলনা-৬	শেখ নুরুল হক
১০৫) সাতক্ষীরা-১	প্রকৌ:শেখ মুজিবর রহমান
১০৬) সাতক্ষীরা-২	নজরুল ইসলাম
১০৭) সাতক্ষীরা-৩	এ,এস,এম মোখলেছুর রহমান/ এবিএম মোস্তাকিন
১০৮) সাতক্ষীরা-৪	ডাঃ এ,এস,এম i"হুল হক
১১০) বরগুনা-১	দেলোয়ার হোসেন
১১৫) পটুয়াখালী-৩	আবু খন্দকার জাহাঙ্গীর হোসাইন
১১৬) পটুয়াখালী -৪	মাহবুবুর রহমান তালুকদার
১১৭) ভোলা-১	তোফায়েল আহমেদ
১২০) ভোলা-৪	আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব
১২১) বরিশাল-১	আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ
১২৪) বরিশাল-৪	মেজর (অব) মহসিন সিকদার / পংকজ দেবনাথ
১২৫) বরিশাল-৫	জাহাঙ্গীর কবীর নানক
১২৬) বরিশাল-৬	সৈয়দ মাসুম রেজা
১২৭) ঝালকাঠি-১	বি এইচ হারুন
১২৮) ঝালকাঠি -২	আমির হোসেন আমু
১২৯) পিরোজপুর -১	মেজর (অব) জিয়া উদ্দীন / আব্দুল আওয়াল
১৩২) বরিশাল-পিরোজপুর	শাহ আলম
১৩৩) টাঙ্গাইল -১	ডঃ আব্দুর রাজ্জাক ভোলা
১৩৪) টাঙ্গাইল-২	খন্দকার আসাদুজ্জামান
১৩৬) টাঙ্গাইল-৪	আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী
১৩৯) টাঙ্গাইল-৭	একাব্বর হোসেন
১৪১) জামালপুর-১	আবুল কালাম আজাদ
১৪২) জামালপুর -২	হাজী রাশেদ মোশাররফ
১৪৩) জামালপুর-৩	মির্জা আজম
১৪৫) জামালপুর-৫	রেজাউল করিম হীরা
১৪৬) শেরপুর-১	আতিউর রহমান আতিক
১৪৭) শেরপুর-২	বেগম মতিয়া চৌধুরী
১৪৮) শেরপুর-৩	এম .এ বারী
১৪৯) ময়মনসিংহ-১	প্রমোদ মানকিন
১৫১) ময়মনসিংহ-৩	ক্যাপ্টেন (অব) মজিবর রহমান ফকির
১৫২) ময়মনসিংহ - ৪	অধ্যক্ষ মতিউর রহমান
১৫৫) ময়মনসিংহ-৭	রুহুল আমিন মাদানী
১৫৮) ময়মনসিংহ-১০	আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ
১৫৯) ময়মনসিংহ-১১	প্রফেসর ডা: এম আমানুল্লাহ

সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা বলতে যা কিছু রয়েছে তা জামায়াত ঘাড়ে নিতে রাজি নয়। বিএনপির ব্যর্থতা ও অসহায়ত্ব কাজে লাগিয়ে নিজেদের সর্বোচ্চ সংগঠিত করার মানসিকতা নিয়েই তারা কাজ করে যাচ্ছে

জামায়াতে ইসলামী একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা তাদের আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার পরে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলে '৭৫-পরবর্তী সময়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়ার হাত ধরে এ দেশের রাজনীতিতে পুনরুত্থান ঘটে। যে কারণে জামায়াত বিএনপির সঙ্গেই জোট করে আগামীতে চলতে চায়। '৯১ সালে কৌশলগত ঐক্য করে ২২৪টি আসনে মনোনয়ন দিয়ে ১৮টি আসনে বিজয়ী হয়। '৯৬ সালে একক নির্বাচন করে ২২৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে মাত্র দুটি আসন লাভ করে। ২০০১-এর নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে ঐক্য করে নিজস্ব প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে। ২৯টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৬টি আসন পায়। মূলত এখান থেকেই জামায়াতের রাজনীতির অভাবনীয় উত্থান ঘটে। জামায়াত সূত্র থেকে জানা গেছে গত চার বছর তাদের সাংগঠনিক অবস্থা আরো মজবুত হয়েছে। এ অবস্থায় আগামী নির্বাচনে নিজেদের অবস্থান আরো দৃঢ় করার জন্য তারা তাদের আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করার জন্য কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দেয়া

১৬০) ময়মনসিংহ-নেত্রকোনা	ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল
১৬১) নেত্রকোনা-১	জালাল উদ্দীন তালুকদার
১৬৩) নেত্রকোনা -৩	অসিম কুমার উকিল / এ্যাড: জোবেদ আলী
১৬৪) নেত্রকোনা-৪	শফি আহমেদ
১৬৭) কিশোরগঞ্জঃ-৩	সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম
১৬৯) কিশোরগঞ্জ-৫	আব্দুল হামিদ
১৭০) কিশোরগঞ্জ-৬	জিল্লুর রহমান
১৭৪) মানিকগঞ্জ-৩	জাহিদ মালেক স্বপন
১৭৫) মানিকগঞ্জ-৪	দেওয়ান শরিফুল আরেফিন টুটুল
১৭৭) মুন্সিগঞ্জ-২	সাগুপ্তা ইয়াসমিন এমিলি
১৭৯) মুন্সিগঞ্জ-৪	গোলাম মহিউদ্দীন
১৮০) ঢাকা-১	সালমান এফ রহমান
১৮১) ঢাকা-২	মোঃ নুর আলী / নুরুল ইসলাম বাবুল
১৮২) ঢাকা-৩	নসরুল হামিদ বিপু
১৮৪) ঢাকা-৫	এ কে এম রহমত উল্লাহ
১৮৫) ঢাকা-৬	সাবের হোসেন চৌধুরী
১৮৬) ঢাকা-৭	মোহাম্মদ সাইদ খোকন
১৮৭) ঢাকা-৮	হাজী মোঃ সেলিম
১৮৮) ঢাকা-৯	ব্যারিষ্টার রোকন উদ্দীন মাহমুদ
১৯১) ঢাকা -১২	তালুকদার তৌহিদ জং মুরাদ
১৯৩) গাজীপুর-১	এ্যাডঃ রহমত আলী
১৯৪) গাজীপুর-২	জাহিদ আহসান রাসেল
১৯৫) গাজীপুর-৩	আকতারুজ্জামান
১৯৬) গাজীপুর-৪	তানজিম আহমেদ সোহেল
১৯৭) নরসিংদী-১	মোহাম্মদ আলী
১৯৮) নরসিংদী-২	নূরুল ইসলাম
১৯৯) নরসিংদী-৩	মাহাবুবুর রহমান ভুঁইয়া
২০১) নরসিংদী-৫	রাজী উদ্দীন
২০২) নারায়ণগঞ্জ-১	মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ
২০৪) নারায়ণগঞ্জ-৩	কায়সার হাসনাত
২০৫) নারায়ণগঞ্জ-৪	নাজমা রহমান / এস এম আকরাম
২০৭) রাজবাড়ী-১	কাজী কেরামত আলী
২০৮) রাজবাড়ী-২	জিল্লুল হাকিম
২০৯) ফরিদপুর-১	আব্দুর রহমান / লিয়াকত সিকদার
২১০) ফরিদপুর-২	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী / ফজলুর রহমান
২১১) ফরিদপুর-৩	ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন
২১৩) ফরিদপুর-৫	কাজী জাফরউল্লাহ
২১৪) গোপালগঞ্জ-১	কর্নেল (অব) ফারুক খাঁন
২১৫) গোপালগঞ্জ -২	শেখ ফজলুল করিম সেলিম
২১৬) গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা
২১৭) মাদারীপুর-১	নুর-ই আলম চৌধুরি লিটন
২১৮) মাদারীপুর-২	শাহজাহান খাঁন / আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাসিম
২১৯) মাদারীপুর-৩	সৈয়দ আবুল হোসেন
২২১) শরীয়তপুর-২	কর্ণেল (অব) শওকত আলী
২২২) শরীয়তপুর-৩	আব্দুর রাজ্জাক
২২৪) সুনামগঞ্জ-২	সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত
২২৫) সুনামগঞ্জ-৩	আজিজুস সামাদ ডন / এম এ মান্নান
২২৮) সিলেট-১	আবুল মাল আব্দুল মুহিত
২৩১) সিলেট-৪	ইমরান আহাম্মেদ
২৩২) সিলেট-৫	হাফিজ আহমেদ মজুমদার
২৩৩) সিলেট-৬	নুরুল ইসলাম নাহিদ
২৩৫) মৌলভীবাজার-২	সুলতান মো: মনসুর আহমেদ

জামায়াতে ইসলামী যে ৭০টি আসন দাবি করেছে তার মধ্যে ৩০টি আসনে বিএনপির মন্ত্রী, প্রভাবশালী সংসদ সদস্য, কেন্দ্রীয় নেতারা রয়েছেন। আসন ভাগাভাগির প্রশ্নে বিএনপি-জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে টানাপড়েন চলছে

হয়েছে। নির্দেশ প্রাপ্ত অধিকাংশ নেতাই নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় কর্মতৎপরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। সরকার পরিচালনায় ব্যর্থতা বলতে যা কিছু রয়েছে তা জামায়াত ঘাড়ে নিতে রাজি নয়। বিএনপির ব্যর্থতা ও অসহায়ত্ব কাজে লাগিয়ে নিজেদের সর্বোচ্চ সংগঠিত করার মানসিকতা নিয়েই তারা কাজ করে যাচ্ছে। তাদের বিশ্বাস বিএনপি নিজ প্রয়োজনেই জামায়াতকে বেশি সংখ্যক আসন ছেড়ে দেবে।। বিএনপিকে কৌশলগত ফাঁদে ফেলে নিজেদের প্রার্থীর বিজয় সুনিশ্চিত করতে চাচ্ছে। জামায়াত ৭০টি আসন নিয়ে নির্বাচনী মাঠে নামলেও তাদের বিশ্বাস তারা এই আসনগুলো নাও পেতে পারে। সে ক্ষেত্রে তাদের মূল টার্গেট থাকবে অর্ধশতাধিক আসন। বিএনপির হাই কমান্ডের কাছে পাঠানো ৭০টি আসনের যে দাবি করেছে সেগুলো হলো- রংপুর-১, রংপুর-২, রংপুর-৪, রংপুর-৫, রংপুর-৬, বগুড়া-২, বগুড়া-৩, বগুড়া-৪, বগুড়া-৬, লক্ষ্মীপুর-১, লক্ষ্মীপুর-২, লক্ষ্মীপুর-৩, লক্ষ্মীপুর-৪, কুষ্টিয়া-১, কুষ্টিয়া-২, কুষ্টিয়া-৩, কুষ্টিয়া-৪, সাতক্ষীরা-২, সাতক্ষীরা-৩, সাতক্ষীরা-৫, গাইবান্ধা-১, গাইবান্ধা-৩, গাইবান্ধা-৪, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩, নওগাঁ-১, নওগাঁ-২, নওগাঁ-৩, রাজশাহী-১, রাজশাহী-২, রাজশাহী-৩, যশোর-১, যশোর-২, যশোর-৬, ঠাকুরগাঁও-১, ঠাকুরগাঁও-২, ঠাকুরগাঁও-৩, পিরোজপুর-১, পিরোজপুর-২, পিরোজপুর-৩, চট্টগ্রাম-৯, চট্টগ্রাম-১৪, চট্টগ্রাম-১৫, নাটোর-২, নাটোর-৩, চুয়াডাঙ্গা-১, চুয়াডাঙ্গা-২, বাগেরহাট-৩, ফরিদপুর-৩, ফরিদপুর-৪, নীলফামারী-২, নীলফামারী-৩, কক্সবাজার-২, কক্সবাজার-৩, মৌলভীবাজার-১, মৌলভীবাজার-২, খুলনা-৫, খুলনা-৬, কুমিল্লা-১২, ফেনী-২, চাঁদপুর-৩, সিলেট-৫, ময়মনসিংহ-৬, বরিশাল-৪, মাদারীপুর-৩, শরিয়তপুর-৩, মাগুরা-২, রাজবাড়ী-১, পঞ্চগড়-১ এবং গোপালগঞ্জ-৩।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, জামায়াত ক্ষমতায় এসেই আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করে অগ্রসর হয়। কৃষি মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে কৃষি ও এনজিও ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে। জামায়াত এসব অঞ্চলে এনজিওর মাধ্যমে সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করেছে। এভাবেই তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চায়।

২৩৭) মৌলভীবাজার-৪	উপাধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ
২৩৮) হবিগঞ্জ-১	দেওয়ান ফরিদ গাজী
২৩৯) হবিগঞ্জ-২	নজমুল হাসান জাহেদ
২৪১) হবিগঞ্জ-৪	এনামুল হক মোস্তফা শহীদ
২৪২) ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	ছায়েদুর রহমান
২৪৩) ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২	কামাল আহমেদ
২৪৪) ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩	এ্যাডভোকেট লুৎফুল হাই
২৪৫) ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	এ্যাডঃ শাহ আলম
২৪৭) ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬	ডাঃ প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহাম্মেদ / কেপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম
২৪৯) কুমিল্লা-২	মেজর জেনারেল (অব)সুবিদ আলী ভুঁইয়া
২৫০) কুমিল্লা-৩	ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন
২৫১) কুমিল্লা-৪	এ এফ এম ফকরুল ইসলাম
২৫২) কুমিল্লা-৫	আব্দুল মতিন খসরু
২৫৩) কুমিল্লা-৬	অধ্যাপক আলী আশরাফ
২৫৪) কুমিল্লা-৭	আব্দুল হাকিম
২৫৫) কুমিল্লা-৯	এএইচএম মোস্তফা কামাল
২৫৭) কুমিল্লা-১০	মোঃ তাজুল ইসলাম
২৫৯) কুমিল্লা-১২	মুজিবুল হক মুজিব
২৬১) চাঁদপুর-১	ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর
২৬২) চাঁদপুর-২	মোফাজ্জেল হোসেন চৌধুরি মায়া
২৬৩) চাঁদপুর-৩	ডাঃ সামছুল হক ভুঁইয়া
২৬৫) চাঁদপুর-৫	মেজর(অবঃ)রফিকুলইসলাম
২৬৬) চাঁদপুর-৬	শফিকুর রহমান / আবু ওসমান চৌধুরী
২৬৭) ফেনী-১	আলাউদ্দিন নাসিম/ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট
২৬৯) নোয়াখালী-১	জাফর আহাম্মেদ চৌধুরী
২৭০) নোয়াখালী-২	ডা: এবি এম জাফরউল্লাহ
২৭২) নোয়াখালী-৪	গোলাম মহিউদ্দিন লাতু
২৭৩) নোয়াখালী-৫	ওবায়দুল কাদের
২৭৬) লক্ষ্মীপুর-২	হারুনর রশিদ
২৭৮) লক্ষ্মীপুর-৪	আবুল কালাম
২৮০) চট্রগ্রাম-১	ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন
২৮১) চট্রগ্রাম-২	এবিএম আবুল কাশেম
২৮২) চট্রগ্রাম-৩	মাহফুজুর রহমান মিতা
২৮৩) চট্রগ্রাম-৪	রফিকুল আনোয়ার
২৮৪) চট্রগ্রাম-৫	ইব্রাহিম হোসেন চৌধুরী
২৮৫) চট্রগ্রাম-৬	ফজলে করিম চৌধুরী
২৮৬) চট্রগ্রাম-৭	সাদেক হোসেন চৌধুরী
২৯০) চট্রগ্রাম-১১	মোসলেম উদ্দীন আহমেদ
২৯১) চট্রগ্রাম-১২	আক্তারুজামান চৌধুরী বাবু
২৯২) চট্রগ্রাম-১৩	ইঞ্জিনিয়ার আবসার উদ্দিন
২৯৫) কক্সবাজার - ১	সালাউদ্দীন আহমেদ
২৯৬) কক্সবাজার -২	ফরিদুল ইসলাম
২৯৭) কক্সবাজার -৩	মুসতাক আহমেদ চৌধুরী
২৯৮) রাঙামাটি-	দীপংকর তালুকদার
২৯৯) পার্বত্য চট্রগ্রাম	কল্পরঞ্জন চাকমা (খাগড়াছড়ি)
৩০০) বান্দরবন	বীর বাহাদুর

বিঃ দ্রঃ *বাকী ১০০ আসনের Wm×VŠ এখনও হয়নি*